মিনতি।

শ্রীদিবাকর শর্ম্মা প্রণীত।

আসামের অন্তর্গত যোরহাট হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট
জাহ্নবী যন্ত্রে
প্রিণ্টার শ্রীহরিহর নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১০

স্বপ্ন।

যোৱা মাঘ মাসর রাতি সপোনত দেখিলো যে, গরু নৈ এখনেদি ভাটি মুয়ে গৈ থাকি এক ভীষণা মূর্ত্তি তরঙ্গিণী দেখিবলৈ পালো। বোধ হল যেন কলিয়াবরর শীল ঘাটত উপস্থিত হৈছো। পিছে সেই নদি নৌকা যোগে পার হৈ, অপর তীবত ভালেমান ঘর ও বহু লোকর সমাগম দেখিলো, এবং তাত আউনি আটীয় শ্রীশ্রীযুত অধিকার গোস্বামী অবস্থান করা জানি, সেই খিনিত অলপো অপেক্ষা নকরি ক্রমে ভিতরলৈ সোমাই গলো। যদিবাও মোক সেই দরে যোৱা, ভক্ত বৃন্দর পরিচিত ও অপরিচিত অনেকে দেখিছিল, তথাপি কোনোয়ে একো নকলে এবং বাধাও নকরিলে। তার পিছে গোঁসাইক, ভোজনান্তে পাটর বস্ত্র পিন্ধি বহি থকা দেখি উপবেশন পূর্ব্বক প্রণি-পাত করিলত আশীর্ব্বাদ দি সন্তোষ প্রকাশ করিলে, এবং কলে, তুমি "ভগবন্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণক মিনতি করা"। এনেতে মহাপ্রভূর জনৈক পূজারি আহি তাত উপস্থিত হল। বেলা অতীত প্রায় দেখি আমিও উলটি আহিবর চেষ্টা করিলো। পূব মুয়ে এক ভয়ানক উলুয়নি পথারেদি এজন মানুহর সহায়ত আহি ক্রমে এখন সামান্য গাঁও পালোহি, তাতে রাতি হল। আগর নৈ পাবলৈ নহল, কেবল সরু সুতি এটা পার হৈ ঘব পালোহি। ইতি সময়তে সার পাই সপোনর বৃত্তান্ত ভাবি এই 'মিনতি" নামক পুথি রচনা করি = ধারণর আগত থোৱা হৈছে। সকলোয়ে যেন গ্রহণ ..., এই অভিলাষ।

ইতি শকাব্দাঃ ১৮১০। ৪ঠা বৈশাখ।

শ্রীদিবাকর শর্ম্মা।

মিনতি।

গোপাল গোপাল রাম,

গোবিন্দ গোবিন্দ রাম,

কিনো মহামই পাপ

আচৰিলো মুখে নাসে তজুনাম।

অনাদি অনন্ত প্রভু ভগবন্ত

তিনিয়ো গুণৰ স্বামী!

অধমক মোক কৃপা করিয়োক

শৰণে পসিলো আমি॥

আত্মাৰূপে তুমি সবাৰো অন্তৰে

আছা দেব যদুপতি।

আমাৰ আশাক পূৰা নাৰায়ণ

তোমাক কৰো মিনতি॥

ইতো দেহা মোৰ তোমাত মাধব

কৰি আছো সমৰ্পণ।

ইন্দ্রিয় প্রভাব পরম প্রচণ্ড

দৈলেযো নাশি জনার্দ্দন॥

ঈশ্বৰ মহেশে ভজিয়া তোমাক

করিছে মৃত্যুকো জয়।

ঈশ্বররো ঈশ তুমি পৰমেশ

হুয়োক মোত সদয়॥

মিনতি।

উঠোতে বহোতে যেন মোৰ মুখে
গাবে তজু গুণ নাম।
উত্তমা বাসনা এহিসে প্ৰাৰ্থনা
আনত নাহিকে কাম॥
ঊৰ্দ্ধ বাহু হুয়া বায়ুক ভক্ষিয়া
শতেক বৎসৰ ধৰি।
উগ্ৰ তপ কৰি কি কাৰ্য্য সাধিবে
তোমাক নভজে হৰি॥
ঋণ তিনি গ্ৰাহে সংসাৰ সাগৰে
ধৰি আছে মোক টানি।
ঋক্ষ ছয় গোটা স্বৰ্গৰো পথত
ৰাখা ৰাখা চক্ৰপাণি॥
ঋদ্ধি মই আন নবাঞ্ছোহো নাথ
মাগোঁহো তজু ভকতি।
ঋষিৰ বাঞ্ছনি মুক্তিকো নলাগে
মে'হোৰ এই মিনতি॥
লিখি আছে বিধি ভালে যত পাপ
ন কৰোহোঁ তাত ভয়।
লিপিকৰ আগে ৰবি নন্দনৰ
তজু নামে পাবো জয়॥
লীন হৈবো হৰি তোমাত মাধব
আত কোন প্ৰয়োজন।

লীলায়ে যিহেতু শরীরে ভ্রমিছা
তুমি দেব সর্ব্বক্ষণ॥
এতিয়া বা পরে ধরিবেক আসি
দুরন্ত ধীবর কাল।
এতেকে বান্ধব সংসার সিন্ধুর
ছিণ্ডিয়োক মায়া জাল॥
ঐহিকর সুখ সমস্তে মিলিল
আরু তাত তৃষা নাই।
ঐশ্বর্য্য যত্তেক ধন জন মানে
সবেও নশ্বর যাই॥
ওর নাহিকয় তজু মহিমার
কোনে পাবে তার অন্ত।
ওছর যিমতে ছাপিবো তোমার
দিয়া বুদ্ধি ভগবন্ত॥
ঔষধ নাহিকে কলি ভুজঙ্গর
কে বলে তোমার নাম।
ঔদাস্য মিলোক বিষয়ত মোর
এহিসে মনর কাম॥
অঙ্কত মাবর যিকালে আছিল
দিলা তুমি স্তনপান।
অঙ্কুশ চরণে প্রণামো তোমার
মোক দিয়া ভক্তিদান॥

অহর্নিশি সদা   বিষয় চিন্তিলো
নলৈলো তোমার নাম।
অহঙ্কার মানে   তাতে সে আর্জ্জিলো
আরে করো কোন কাম॥
করি আছো যত   কর্ম্মসুখ হেতু
ভৈল সবে অকারণ।
করা অনুগ্রহ   জগতর বাপ
তোমাত লৈলো শরণ॥
খসিবো স্বর্গর   যিতো কর্ম্ম করি
তাত কিবা প্রয়োজন।
খণ্ডে অমঙ্গল   মিলে অভ্যুদয়
ভজিলে তজু চরণ॥
গঙ্গাজলে করে   সবাকো পবিত্র
যাতো তজু পাদোদক।
গয়াত গোবিন্দ   তোমার চরণে
উদ্ধারে পিতৃলোকক॥
ঘরে ইতো মোর   জীব নিকলিলে
দিবে অগ্নি জ্ঞাতিগণ।
ঘণে ঘণে যেন   তোমাক সুমরো
দিয়া বর নারায়ণ॥
ঙবর্ণে হেরা   তোমাক বর্ণাবে
দেবতারো তুমি দেব।

উগ্র স্বরূপ তুকি ব্রহ্মময়
তুয়া পদে করো সেব ॥
চক্র হ্যান মোর মায়াক ছেদিয়ো
ইতো গৃহ ভৈল ঘোর।
চরণে তোমার করোহোঁ মিনতি
রাখিয়ো প্রার্থনা মোর ॥
ছত্র নিবিচারো দেশকো নলাগে
নোহোঁ গ্রাম অধিপতি।
ছল নকরিবা পরম বান্ধব
হোক তুয়াপদে মতি ॥
জঠর যাতনা সবে পাসরিলো
এড়িলোহোঁ অঙ্গিকার।
জরা আসি আবে মিলিল বান্ধব
চরণে রাখাইবার ॥
ঝরী বেগে মোর যাইবে জীবন
আক পূর্ব্বে নাকলিলোঁ।।
ঝষ রূপ ধারী জগত জীবন
নেড়িবা প্রাণ সপিলোঁ। ॥
নিযতে তোমাক যিমতে সুমরো
নেদেখো তার উপায়।
নিয়ম নাজানো আচারো নুবুঝো
নাহিকে মোর সহায় ॥

টলনিয়া মোর মনক গোবিন্দ
কিমতে রাখিবো ধরি।
টঙ্কাক লাগিয়া নধাবয় যেন
প্রার্থনা রাখিয়ো হরি॥
ঠনকায় ইতো মাটিময় দেহা
ভাঙ্গি পরে কেতিক্ষণে।
ঠগ নকরিবা ভকত বৎসল
বৈরাগ্য মিলায়ো মনে॥
ডণ্ড গ্রহ করি ব্রহ্মক ধিয়াবে
নলবে নাম তোমার।
ডণ্ডি নাম সিতো মিছায়ে লোকক
ভৈল মাত্র শ্রম সার॥
ঢল জীবনর নবাঢ়য় আর
শরত আসি মিলিল।
ঢলিয়া পড়িব দেহা কোন দিনা
একো ধর্ম্ম নিসিঝিল॥
নকরিবো ডর যমক লাগিয়া
যদি নাম আসে মুখে।
নরোত্তম আদি নামর প্রভাবে
চলিয়া যাইবো সুখে॥
তরুণ কালতে যদি নভজিবো
তোমার শিব চরণ।

তরণ লাগিয়া　　নাহিকে উপায়
সংসার গহন বন ॥
থল জল তেজ　　আকাশ মরুতে
গঠিছে ইতো শরীর।
থলুয়া তোমাক　　জানি সিবোরক
ভজয় যতেক ধীর ॥
দরশনে প্রভু　　তোমার বিগ্রহে
করন্ত পাপর ক্ষয়।
দশ অবতার　　প্রণামো তোমার
দিয়োক মোক আশ্রয় ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভু　　একোকে নুবুঝো
নজানোহো সদাচার।
ধরণিত পড়ি　　প্রণামোহ হরি
উদ্দেশে দেব তোমার ॥
নলাগে অমৃত,　　যদি দিয়া নাথ,
তোমার ভক্তি বিনাই।
নকরা নৈরাশ,　　এতেকে বান্ধব,
দিয়োক চরণে ঠাই ॥
পঞ্চাশ অক্ষরে,　　দিবাকর ভণে,
কৃষ্ণর মিনতি ছন্দ।
পণ্ডিত সকলে,　　ক্ষমা করিবন্ত,
যদি থাকে কিছু মন্দ ॥

ফুল জল দিয়া, তোমাক অর্চ্ছয়,
পরম ভকতি করি।
ফলিবেক তেন্তে, মহাপুণ্য রাশি,
যাইবে সংসার তরি॥
বসুদেব সুত, দৈবকি নন্দন,
গোপাল গোবিন্দ রাম।
বলোর ভায়েক, রাধিকা রমণ,
তোমাক করো প্রণাম॥
ভবসিন্ধু মাঝে, আছোহোঁ পড়িয়া,
কিমতে পাইবো পার।
ভকত বৎসল, দীনবন্ধু রাম
করিয়ো মোক উদ্ধার॥
মহা মহন্তরো, বুদ্ধির অগম্য,
তুমি ভকতর ধন।
মই অজ্ঞাণীর, দোষক ক্ষমিয়ো,
প্রণামোহোঁ নারায়ণ॥
যদুবংশে তুমি, মথুরা পুরিত,
ভৈলা কৃষ্ণ অবতার।
যমুনা পুলিনে, ভকতর হেতু,
করিলা বহু বিহার॥
রঘুবংশে তুমি, অযোধ্যা পুরিত,
ভৈলা রাম অবতার।

রক্ষা করিবাক, পিতৃর বচন,
ভৈলা বনে আগুসার ॥
লঙ্কাত পসিয়া, রাবণক নাশি,
জানকীক উদ্ধারিলা।
লব কুশ নামে, তোমার তনয়,
বিশ্বামিত্রে শিক্ষা দিলা ॥
বনর যতেক, ভালুক বানর,
তাকো নকরিলা ঘিণ।
বক্ষঃস্থল ছিণ্ডি, বীরহনুমন্তে,
দেখালে ভক্তের চিন ॥
শরণে পসিয়া, তোমাক সুমরে,
অধম চণ্ডাল সুরি।
শঙ্কা পরিহরি, যমক লাগিয়া,
চলয় বৈকুণ্ঠ পুরী ॥
যড় মুখ পুত্র, গোঁসানিয়ে পালে,
তুমিসে ভৈলা কারণ।
যট পদ হুয়া, চরণ পদ্মক,
চুম্বো যেন অনুক্ষণ ॥
সদায়ে তোমার, দোষ আচরিছো,
পুণ্যর নাহিকে লেশ।
সত্যে সত্যে প্রভু, শরণে পসিলোঁ।
রাখিয়োক হৃষীকেশ ॥

হরিষ মনত, কৃষ্ণর কীর্ত্তনে,
সদায়ে যেন লাগোক।
হরি কথা বিনে, অন্য আলাপন,
কদাপি মুখে নাসোক ॥
ক্ষয় নাহি কয়, এতেকে অক্ষর;
অপর তোমর নাম।
ক্ষমা করা দোষ, মিনতি পদ্দর,
ঘুষিয়ো গোপাল রাম ॥

টীপনি।

অ ; = সত্ব, রজঃ তমঃ। এই তিনি গুণ;

আ ; = হে নারায়ণ! তোমাক যে মিনতি করিবর নিমিত্তে আমার আশা হৈছে, তাক পূরণ করা।

ই, = হে মাধব! এই দেহা তোমার বদিবাও এই কথা কোবা হৈছে, কিন্তু সদায় ইন্দ্রিয় বিলাকে বিষয়লৈ আকর্ষণ করি থকাত, সেই বাক্য মুখতেহে বোলা হৈছে কার্য্যত আমার দেহ আমার সংসারতে আছে। অতএব হে জনার্দ্দন! ইন্দ্রিয় সমস্তর দুরন্ত ক্ষমতা নাশ করি আমার উৎসর্গ কৃত শরীরক গ্রহণ করা। অর্থাৎ আমাক জীতেন্দ্রিয় করা।

ঋ . = এই সংসার সাগরত থাকিবলৈ হলে; দেব, পিতৃ, ও ঋষি এইতিনি ঋণ স্বরূপ গ্রাহে ধরে। ইয়াক এড়ি স্বর্গলৈ যাব খুজিলে, বাটত ভালুকব দবে; লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়ে ধরে; অতএব হে চক্রপাণি! তোমার চক্র দ্বারা এই সকলক বিনাশ করি আমাক রক্ষা করা।

ঋ ; = ঋদ্ধি = ধন, ঐশ্বর্য্য। মুক্তি = নির্ব্বাণ মুক্তি।

৯ ; = ভালে = কপালে। লিপিকর = চিত্রগুপ্ত। রবিনন্দন = যম।

ঃ ;=হে হরি! হে মাধব! নির্ব্বাণ মুক্তিক বাঞ্চা ন কৰো; কারণ আত্মরূপে তুমি আমার শরীরতে আছা। ইয়াক জানিব পারিলে সদায় জীবন্মুক্ত।

এ;=কাল স্বরূপ (কলা) ডোমে এতিয়াই বা পরে. সংসার রূপ সাগরত পেলাই থোবা মায়া জালেরে মাছর দরে আমাক ধরিব। এতেকে হে বান্ধব! সংসারসাগরর মায়াজাল ছিঙ্গি দিয়া। অর্থাৎ কোন সময়ত আমার মৃত্যু ঘটে তার নিশ্চয় নায়, সুতরাং মায়া গুছাই দিয়া। মায়া না থাকিলেই জীবনমুক্তি। জীবন্মুক্তর আরু মৃত্যু কি ?

ও: = হে ভগবন্! তোমার মহিমা অপার। অতএব যি জ্ঞানেরে তোমার সামিপ্য লাভ করো, তাক দিয়া।

ঔ; = কলিকাল রূপ দুরন্ত সাপর মুখত পরি থকার দরব কেবল তোমার নাম। আন একো ঔষধ নায়।

ং;=অঙ্ক=কোলা। মাতৃর কোলাত থাকোতে. অর্থাৎ অতি শিশুকালেতে নোখোজাকয়ে আমাক খাবলৈ আইর স্তনত দুগ্ধ দিছিলা। এতিয়া প্রার্থনা করাতো কিয় তোমার ভকতিক নিদিবা? অতএব তোমার চরণ অঙ্কুশক (হরির চরণ ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম, চিহ্নিত) প্রণাম করো; ভক্তি দান করা।

ক: = কোনো কাম ফল বাঞ্চা এড়ি, তোমার প্রীতির অর্থে করা হোবা নায়।

খ;=ফল বাঞ্চা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ হব হয়, কিন্তু তাত পতন আছে।

ঘ; = ঘর = দেহ শরীর।

চ;=আমার এই দেহ বা সংসার পাপময় হল; এতেকে মায়া গুছাই বৈরাগ্য দিবলৈ যে, মিনতি করিছো সেই প্রার্থনা রাখা।

ছ; = ছত্র, = রাজাধিরাজত্ব। দেশ, = রাজত্ব।

ভ; — গৰ্ভত থাকোতে যি যন্ত্ৰণা পাইছিলো, তাক এতিয়া পাহৰিলো। আৰু তেতিয়া, এই বাৰ জন্ম ধৰি যে, তোমাক উপাসনা কৰিম বুলিছিলো, তাকো এৰিলো।

ঝ, — ঝৰী — নদী। ঝষ; — মৎস্য।

ট, — পূৰ্ব্বে শৰৎকাল বৎসৰৰ শেষ আছিল, অগ্ৰহায়ণ মাসত বছৰৰ আৰম্ভ হয়। এতিয়া আমাৰ জীৱন (জল) আৰু নাবাড়ে বৰ্ষা অন্ত হল, শৰত পালেহি। অৰ্থাৎ আমাৰ এতিয়া শেষ অৱস্থা।

থ, — ক্ষীতি, অপ, তেজ, মৰুৎ ব্যোম। এই পঞ্চভূতক যে জ্ঞানী সকলে ভজনা কৰে, কেবল সেই সমস্তৰ তোমাক অধিপতি জানি।

ষ, — ষড়মুখ, — কাৰ্ত্তিক। ষটপদ: — ভোমোৰা।